অমুসলিমদের সাদৃশ্য-বর্জনের একটি শরঈ পর্যালোচনা

নিষিদ্ধ অনুকরণ

মূল আরবি
ড. নাসির ইবনু আব্দিল কারিম আল-আকল

অনুবাদ ও সম্পাদনা
মুহাম্মদ জিহাদুল ইসলাম

ইবরাহীম

লেখকের কথা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁর কাছে কৃতকর্মের ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাঁর কাছেই ফিরে যাবো। আমরা আমাদের সৃষ্ট অনিষ্টের এবং মন্দ কর্মসমূহ থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন কেউ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারেনা। আর তিনি কাউকে পথভ্রষ্ট করলে তাকে কেউ হিদায়াত প্রদান করতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি-আল্লাহ তাআলা একক, তাঁর কোন শরিক নেই।

তিনি কুরআন মাজিদে বলেন—

﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ﴾

এবং ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা কখনো আপনার প্রতি খুশি হবে না যতক্ষণ আপনি তাদের দ্বীন অনুসরণ না করবেন। [১]

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসুল। যিনি বলেছেন—

لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ،

অবশ্যই তোমরা আগেকার লোকদের নীতি-পদ্ধতি বিঘতে বিঘতে, হাতে হাতে (হুবহু) অনুসরণ করবে। [২]

মহানবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলছেন—

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

---

[১] সুরা আল-বাকারা, ২: ১২০

[২] সহিহ বুখারি (হাদিস সংখ্যা : ৭৩২০) অধ্যায়: কুরআন সুন্নাহ আঁকড়ে ধরা; সহিহ মুসলিম, (হাদিস সংখ্যা : ২৬৯৬,৮৩৬৯) অধ্যায়: ইলম

যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্যতা অবলম্বন করবে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে। [৩]

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা!

অমুসলিমদের অনুকরণ ও সাদৃশ্য অবলম্বন দ্বীন ও ইমানের জন্য একটি ভয়ানক ও বিপদজনক বিষয়। এ বিষয়ে ইসলাম বিশেষ গুরুত্বের সাথে কঠোরভাবে সর্তক করেছে।

হিদায়াতের পথপ্রদর্শক রসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যিনি মানুষের কাছে আমানত ও রিসালাত পৌঁছানোর ক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণও অসচেতন ছিলেন না। অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বনের আসন্ন বিপদের ভয়াবহতা সম্পর্কে কখনও বিস্তারিত কখনও সংক্ষিপ্ত, সময়ে সুযোগে তিনি সতর্ক করেছেন।

যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহের বিভিন্ন দল আর গোষ্ঠী নানানভাবে অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করেছে ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অনুকরণে জড়িয়ে পড়েছে। এই অনুকরণ ও অনুসরণের সংক্রামক ব্যাধি আর সম্মুখ বিপদ যুগের ভিন্নতায় পরিবর্তিত খোলসে আগমন করেছে।

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান যুগের সাদৃশ্য অবলম্বন অতীতের যে কোন কাল বা যুগ থেকে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। বিষয়টি এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও উলামায়ে কেরামের বিশেষ দৃষ্টির অগোচরে থেকে গেছে।

---

[৩] মুসান্নাফ ইবনু আবি শাইবা ১০/২৮৭ (হাদিস সংখ্যা : ১৯৭৪৭,২৩৬৭১,২৩৬৮৮) অধ্যায়: জিহাদ; মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বাল, (হাদিস সংখ্যা : ৫১১৪, ৫১১৫, ৫৬৬৭); সুনানু আবি দাউদ (হাদিস ৪০৩০/৩১) অধ্যায়: পোশাক—পরিচ্ছদ, অনুচ্ছেদ: খ্যাতি লাভের পোষাক পরিধান করা। (উভয়ে ইবনু উমর রদিয়াল্লাহু আনহু'র সূত্রে)

ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিসটি গ্রহণযোগ্য' (জায়্যিদ), মাজমুউল ফাতাওয়া ২৫/৩৩১; ইমাম যাহাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিসটির সনদ সালিহ', সিয়ারু আলামিন নুবালা ১৫/৫০৯; ইবনু হাজার রহিমাহুল্লাহ হাদিসটির মুরসাল শাহিদ উল্লেখপূর্বক বলেন; 'হাদিসটি হাসান', ফাতহুল বারি ৬/১১২—১২৩; সুয়ূতি রহিমাহুল্লাহ 'হাসান' হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, আল—জামিউস সাগির ১/৫৯০। শাইখ আলবানি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'সহিহ', সহিহ জামিউস—সাগির (হাদিস সংখ্যা : ৬০২৫,৬১৪৯)। আল্লামা মুহাম্মাদ যাহিদ আল—কাউসারি রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিসটি হাসান পর্যায়ের', মাকালাতে কাউসারি, পৃ—৬৪। আহমাদ শাকির রহিমাহুল্লাহ বলেন, 'হাদিসটির মান সহিহ'।

আমার ইচ্ছা, অমুসলিদের সাথে সাদৃশ্যের দিকগুলো মুসলিম জাতির সামনে স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা। যেহেতু একদিকে সাধারণ মুসলিমদের দ্বীনি চাহিদা পূরণ করা প্রত্যেক জ্ঞান অনুসন্ধানী আলিমের দায়িত্ব। অপরদিকে বিষয়টির পরিধি বেশ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। তাই প্রাথমিক কিছু বিষয় আলোচনা করার মনস্থ করেছি।

প্রথমে আমাদের ঐ সকল মূলনীতি ও সূত্রগুলো মনে রাখতে হবে যা সকল মুসলিমের জেনে রাখা আবশ্যক। যাতে আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত পদ্ধতি, লেকচার, সামাজিক রীতি-রেওয়াজ ও পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের সাদৃশ্য বর্জন করে চলা যায়। সময়ের সল্পতার কারণে বিষয়টি সংক্ষেপ করছি। [৪]

—— ড. নাসির ইবনু আব্দিল কারিম আল-আকল

রিয়াদ, সাউদি আরব

[৪] এটা মূলত একটি "দ্বীনি মুহাযারা (বক্তব্য)" যা আমি রিয়াদের 'মসজিদে নাঈমে' প্রদান করেছি। পরবর্তীতে কিছু দ্বীনি ভাইয়ের ভালবাসায় সাড়া দিয়ে ঈষৎ সম্পাদনা পূর্বক পুস্তককারে ছাপানো হয়েছে। - লেখক

[বক্তব্যটি মুহতারাম লেখকের পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ 'শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ স্বরচিত 'ইক্বতিযাউ সিরাতিল মুসতাক্বিম: বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা'-এর সারনির্যাস, যা রিয়াদ থেকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে-অনুবাদক]

গ্রন্থকারের পরিচিতি

ড. নাসির ইবনু আব্দিল কারিম আল-আকল । মুহাক্কিক আলিম, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বহু গ্রন্থ রচয়িতা। জন্মেছিলেন ১৩৭১ হিজরিতে। সাউদি আরবের আল ক্বাসিমের বুরাইদা শহরে। রিয়াদস্থ ইমাম মুহাম্মদ ইবনু সাউদ বিশ্ববিদ্যালয় এর শরিয়াহ অনুষদ থেকে "লিসান্স" (অনার্স), একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মাস্টার্স' ও 'ইসলামি আকিদার আলোকে সমকালীন মতবাদ' শিরোনামে এমফিল করেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহিমাহুল্লাহ বিরচিত 'ইক্বতিযাউ সিরাতিল মুসতাক্বিম : বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন।

যে সকল বিশিষ্ট শাইখদের নিকট থেকে তিনি দারস গ্রহণ করেছেন

— শাইখ মুহাম্মদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমিন

— শাইখ সালেহ ইবনু আব্দির রহমান আস-সাকিতি

— শাইখ সালিহ ইবনু ইবরাহিম আল-বাহিলি

— শাইখ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দির রহমান আল-জিবরিন

— শাইখ আবদুল আজিজ ইবনু আব্দল্লাহ আলে আশ-শাইখ

— শাইখ সালিহ ইবনু ফাউযান আল-ফাউযান

এছাড়াও প্রমুখ বরেণ্য আলিমের সাহচর্য লাভ করেন। বহুবার তিনি যুগের ইমাম ও মুজাদ্দিদ আব্দুল আজিজ ইবনু আব্দিল্লাহ বিন বায রহিমাহুল্লাহ'র মাজলিসে শরিক হয়েছেন।

কর্মজীবনে তিনি ছিলেন ইমাম মুহাম্মাদ বিন সাউদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকিদা ও সমকালীন মতবাদ বিষয়ের অধ্যাপক। তার অধীনে এমফিল ও পিএইচ.ডি. গবেষণা করেছেন প্রায় ৫০ জন গবেষক। প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদ বিষয়ে তিনি রচনা করেছেন ২০টির অধিক গ্রন্থ। এছাড়া ও বেশ কয়েকটি প্রাচীন গ্রন্থের বিশ্লেষণধর্মী সম্পাদনা (তাহকিক) করেছেন। সব মিলিয়ে মুহতারাম লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৩৫এর বেশি। বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত 'শরিয়াহ ও ধর্মতত্ত্ব' শিরোনামে আর্ন্তজাতিক ইলমি সেমিনারে তিনি গবেষণাপত্র উপস্থাপন করেন। তিনি ছিলেন সাউদি আরবের কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাস প্রনয়ণ কমিটির আকিদা বিষয়ক সভাপতি (সমন্বয়ক)।

দাওয়াতি ময়দানে তিনি ছিলেন সরব পদচারী। সাউদি আরব, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ড সহ বিভিন্ন দেশের দাওয়াহ সেন্টারে দ্বীনি বক্তব্য পেশ করতেন।

আল্লাহ তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তার ইলম থেকে আমাদের উপকৃত করুন।

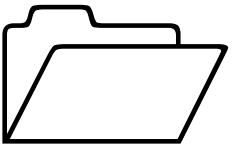

যেভাবে সাজানো আছে

প্রথম অধ্যায়

'তাশাব্বুহ' / 'অনুকরণ' এর পরিচয়—২৯

আভিধানিক অর্থ—২৯

পারিভাষিক অর্থ—২৯

কুরআন সুন্নাহের দৃষ্টিতে সাদৃশ্য দ্বারা যে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে—৩০

দ্বিতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে?—৩১

অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কয়েকটি কারণ—৩২

তৃতীয় অধ্যায়

একনজরে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মূলনীতি—৩৭

আগেকার উম্মতের রীতি-নীতির অন্ধ অনুসরণ—৩৭

অনুকরণের ব্যাপারে হাদিসে সর্তকতা—৩৯

একদল লোক সত্যের উপর অটল থাকবে—৪১

চতুর্থ অধ্যায়

যে সকল বিষয়ে অমুসলিমদের অনুকরণ নিষেধ করা হয়েছে—৪৩

আকিদা-বিশ্বাসগত বিষয়ে—৪৩

উৎসব-পার্বণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে—৪৪

ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে—৪৪

সামাজিকতা, চাল-চলন, অভ্যাস-চরিত্র বিষয়ে—৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

সাদৃশ্যতা/অনুকরণের বিধান—৪৭

কুফর ও শিরক—৪৭

গোনাহ্ ও পাপাচার—৪৮

মাকরুহ—৪৮

এ বিষয়ে মূলনীতি—৪৯

একটি প্রশ্ন ও উত্তর—৪৯

সারকথা—৫০

ষষ্ঠ অধ্যায়

যে সকল শ্রেণির লোকদের অনুসরণ নিষিদ্ধ—৫১

অমুসলিম সাধারণ—৫১

মুশরিক—৫২

আহলে কিতাব—৫৪

মাজুসি বা অগ্নি-উপাসক—৫৫

রোম ও পারস্য জাতি—৫৫

অনারব অমুসলিম—৫৬

জাহিলি যুগ ও তখনকার জনসমাজ—৫৭

যাযাবর শ্রেণি, যাদের ঈমানের পূর্ণতা লাভ করেনি—৫৮

শয়তান—৫৯

সপ্তম অধ্যায়

অমুসলিমদের অনুকরণে জড়িয়ে পড়ার উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ—৬৩

ইসলামের বিরুদ্ধে কাফির-মুশরিকদের ষড়যন্ত্র—৬৩

মুসলমানদের অজ্ঞতা—৬৬

মুসলিমদের অবস্থানগত দুর্বলতা—৬৭

মুনাফিকদের কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র—৬৭

কয়েক শ্রেণির মুনাফিক ও তাদের কর্মপরিধি—৬৭

অষ্টম অধ্যায়

যেসব বিষয়ে অমুসলিমদের অনুকরণ ও সাদৃশ্যতা অবলম্বন করতে নিষেধ করা হয়েছে—৬৯

দল-উপদলে বিভক্ত হওয়া—৬৯

কবর ও মাজারকে সৌধ বানানো—৭১

এই নিষেধাজ্ঞার অর্ন্তভুক্ত হবে; 'নবিদের কবরকে মসজিদ বানানো'—৭৩

নারীদের ফিতনায় জড়িয়ে পড়া—৭৫

নারীদের বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ—৭৫

দাড়িতে খেজাব (রঙ) ব্যবহার না করা—৭৭

দাড়ি ও গোঁফের ক্ষেত্রে অনুকরণ—৭৯

সালাতে জুতা পরিধান না করা—৮০

জুতা-পাদুকা পায়ে সালাত আদায়ের শরঈ বিধান—৮০

বিচারের ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি—৮১

সালাতে মুখ ঢাকা ও কাপড় ঝুলিয়ে রাখা—৮২

জাহিলি যুগের ন্যায় নারীদের চলাফেরা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করা—৮৩
সালাত অবস্থায় কোমরে হাত রাখা—৮৪
উৎসব-পার্বণ ও নববর্ষ পালন—৮৩
উৎসব পালনে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি—৮৬
বিবিধ দিবস পালনে শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি—৮৭
'সপ্তাহ' পালন করা—৮৮
দিবস পালন বনাম বিদআতের বীজ বোপন—৮৮
সাহরি না খাওয়া—৮৯
ইফতারিতে দেরি করা—৯০
নারীদের বিশেষ দিন সমূহে দূরে রাখা—৯২
সূর্যোদয় ও অস্তকালীন সালাত আদায়—৯৩
কারো সম্মানার্থে দাঁড়ানো—৯৪
ওজরগ্রস্ত ইমামের পিছে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা—৯৫
মৃত ব্যক্তির জন্য শোক বিলাপ করা—৯৬
মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে ভোজানুষ্ঠান করা—৯৫
তিন দিনের বেশি শোক পালন করা—৯৮
জাহিলি যুগের বিবিধ কর্মকাণ্ড অনুসরণ—৯৯
বংশ নিয়ে গর্ব করা ও নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা—৯৯
জ্যোতিষদের কাছে গমনাগমন—১০০
শুভ-অশুভ আলামতে বিশ্বাস করা—১০১
সাপের প্রতিশোধে বিশ্বাস করা—১০৩
গোত্র প্রীতি ও জাতীয়তাবাদ—১০৪
জাতীয়তাবাদের অভিশাপ—১০৫

আশুরায় একটি সিয়াম পালন করা—১০৮

পরচুল ব্যবহার করা—১০৮

শরীরে উল্কি (ট্যাটু) আঁকানো, দাঁত সরু করা, ভ্রু প্লাক করা—১১০

রুক্ষ স্বভাবী হওয়া, আল্লাহ তাআলার আয়াত শ্রবণে নমনীয় না হওয়া—১১১

তাদের হৃদয় যেভাবে কঠোর হয়—১১২

বৈরাগ্যবাদ, দ্বীনের ক্ষেত্রে কঠোরতা সৃষ্টিকরা—১১৩

দ্বীনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা—১১৫

ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির অর্থ—১১৬

এই যুগের উম্মতের অবস্থা—১১৭

ঘরবাড়ি আঙিনা অপরিষ্কার রাখা—১১৭

চুলের ছাঁটে অনুকরণ করা—১১৯

পোশাক-পরিচ্ছদ ও ফ্যাশনে অনুকরণ—১২০

রঙের অনুকরণ করা—১২০

সাধু সন্নাসীদের পোশাকের অনুরূপ পোশাক পরিধান করা—১২০

স্বাভাবিক পোশাকে ফ্যাশনে সাতন্ত্র বজায় রাখা—১২১

শিষ্টাচার ও আচার আচরণে সাদৃশ্য রাখা—১২৩

সঠিক শব্দকে ঘুরিয়ে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা—১২৩

সম্বোধনের ক্ষেত্রে বে-আদবীমূলক শব্দচয়ন—১২৪

সালাম ও সম্ভাষণে ঘৃণিত শব্দের ব্যবহার—১২৫

সালাম প্রদানের বিশেষ পদ্ধতি বর্জন করা—১২৫

বসার পদ্ধতিতে সাদৃশ্য ত্যাগ করা—১২৬

আসবাব-পত্রে অনুকরণ করা—১২৭

সোনা ও রুপার পাত্র ব্যবহার করা—১২৭

অমুসলিমদের বিশেষ ডিজাইন বিশিষ্ট আসবাব-পাত্র ব্যবহার—১২৮

বিবিধ বিষয়ে অনারবিদের অনুসরণ—১২৯

জবেহ-এর ক্ষেত্রে; দাঁত বা নখ দ্বারা কোন পশু-পাখি জবেহ করা—১২৯

দাড়িতে গিঁট দেয়া, জট পাকানো—১৩০

দাবা পাশা শতরঞ্জ (সুডোকু) লুডু খেলা—১৩১

দুনিয়ার প্রতি অধিক ভালবাসা—১৩২

উপসংহার—১৩৩

শেষ কথা—১৩৫

গ্রন্থপঞ্জি—১৩৬

প্রথম অধ্যায়

‘তাশাব্বুহ’/‘অনুকরণ’ এর পরিচয়

হাদিসে বিবৃত ‘তাশাব্বুহ’ বা ‘অনুকরণ’ শব্দটি কেন্দ্র করেই বইটির আলোচনা আবর্তিত হবে। এ কারণে প্রথম অধ্যায়ে ‘তাশাব্বুহ’ এর পরিচয় উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি।

📖 **আভিধানিক অর্থ—** আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আরবি (التشبه)

‘আত-তাশাব্বুহ’ শব্দের বাংলারূপ হলো ‘সাদৃশ্য’ বা ‘অনুকরণ’। যা অনুরূপতা, সামাঞ্জস্যবিধান, আনুগত্য, অন্ধ অনুসরণ, ভক্তি, একইরকম, পদাঙ্ক অনুসরণ, সাদৃশ্যলক্ষণ, সমভাবাপন্ন ইত্যাদি বুঝায়।

আরবি ‘মুশাবাহাত’ শব্দ দ্বারা বাংলা ভাষায় ঐ সব বিষয় বুঝে আসে যা দ্বারা পরস্পর ‘মিল-মিশ’ বা ‘অনুকরণ-অনুসরণ’ বুঝানোর জন্য বলা হয়ে থাকে। আরবিভাষীরা বলে থাকে—

أشبه فلان فلا نا- أي ماثله و حكاه و قلده

যা বাংলায় বলা হবে ‘অমুক অমুকের সাথে মিল হয়েছে বা মিশে গেছে’। উদ্দেশ্য হলো, সে তার অনুকরণ, অনুসরণ করেছে বা একই ধরণের হয়েছে।[১]

📖 পারিভাষিক অর্থ— পারিভাষিক অর্থ বলতে এখানে কুরআন

---

[১] মিসবাহুল লুগাত (আরবী-বাংলা) থানবী লাইব্রেরী, চকবাজার, ঢাকা। আল-মুজামুল ওয়াফী (আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান), ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা। যথাশব্দ, হাবিবুর রহমান, ইউ পি এল, ঢাকা। সংসদ সমার্থ শব্দকোষ অশোক মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

সুন্নাহে যে সব অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

কুরআন সুন্নাহের দৃষ্টিতে সাদৃশ্য দ্বারা যে উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে — ঐ সকল বিষয়ে সাদৃশ্য অবলম্বন কুরআন-সুন্নাহতে নিষেধ করা হয়েছে, যেসব কাফের-মুশরিকদের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত পদ্ধতি অথবা, তাদের অভ্যাসজাত রীতি-নীতির সাথে সম্পৃক্ত। বিশেষ করে যে সকল বৈশিষ্ট্য তাদের ধর্মীয় পরিচয় বহন করে।

এছাড়া সমাজের বদকার, শরঈ জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ, বেদুইন-যাযাবর, পাপাচার-ফাসেকদের অনুকরণ অনুসরণ করা নিষিদ্ধ। যদিও বাহ্যিক পরিচয়ে তারা মুসলমান। অনুরূপভাবে মন্দ-চিন্তার লোকদের অনুসরণ অনুকরণ করা নিষিদ্ধ, যাদের হৃদয়ে ইমান প্রোথিত হয়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আসবে, ইনশাআল্লাহ ।

'সাদৃশ্য ও অনুকরণ বর্জন' শিরোনামে আলোচনার পূর্বে এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত, ঐ সকল বিষয় সাদৃশ্য অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত হবে না, যা অমুসলিমদের আকিদা-বিশ্বাস বা অভ্যাস রীতির সাথে সম্পৃক্ত না। অথবা তাদের বিশেষ পরিচয় বহনকারী বৈশিষ্ট্য বা শরঈ বিধানের সাথে জড়িত না। আর যা করার দ্বারা কোন ফিতনা ছড়িয়ে পড়ার আশংকা থাকে না।

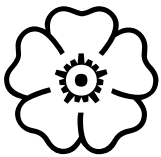

দ্বিতীয় অধ্যায়

অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছে?

প্রাথমিকভাবে ইসলামের এই মূলনীতি আমাদের জেনে রাখা উচিত। দ্বীন ইসলামের ভিত্তি হলো 'পূর্ণ আনুগত্য ও নতশিরে' মেনে নেয়া। আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুলের পূর্ণ আনুগত্য করা। আর আনুগত্য অর্থ হলো, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা সত্য বলে মেনে নেয়া।

আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পালন করা, নিষেধ থেকে বিরত থাকা এবং রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদাঙ্ক অনুসরণ করা। যখন আমরা এই মূলনীতিগুলো বুঝে নিব, তখন আমাদের প্রত্যেকের উচিত হবে—

- **নিজেকে সঁপে দেয়া**

  ঐসব বিষয়াবলী কায়মনোবাক্যে ও নতশিরে মেনে নেয়া যা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে আমাদের কাছে এসেছে।

- **আদেশ-নিষেধ মেনে চলা**

  কাফির-মুশরিক, অমুসলিমদের সাদৃশ্য বর্জন করা; বরং ক্ষেত্রবিশেষ তাদের বিরোধিতা করা রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ।

- **শরিয়তের হিকমাহ অনুসন্ধান করা।**

  যখন একজন মুসলমান স্বীয় ইমানের প্রতি আস্থাশীল ও সন্তুষ্ট থাকবে, শরিয়ত প্রবর্তিত বিধানাবলীতে অবিচল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হবে তখন তার জন্য শরিয়তের হিকমত তথা নিগূঢ় রহস্য অনুসন্ধান করা বৈধ আছে ।

এ কারণে আমরা এটা বলতে পারি যে, অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন ও অনুকরণ নিষেধ হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। যারা বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন, সুস্থ মেধা ও সুরুচীর অধিকারী; তারা আপনা আপনি খানিকটা অনুভব করতে পারেন।

অনুকরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কয়েকটি কারণ

🕮 প্রথম কারণ—

কাফির অমুসলিমদের সকল আমলের ভিত্তি হলো ভ্রষ্টতা ও বিকৃতির উপর। অমুসলিমদের আমলের ব্যাপারে গঠনমূলক নির্ধারিত মূলনীতি হলো, আপনি তাদের আমলসমূহ পছন্দ করুন অথবা না করুন সেসব আমল বাহ্যিক বা অভ্যন্তরীণ ভ্রষ্টতায় আবদ্ধ। যার ভিত্তিতে রয়েছে গোমরাহি, বিকৃতি এবং ফাসাদ সৃষ্টিকারী উপকরণ। আর যার ভিত্তি এমন হয় তা প্রকৃত কল্যাণ থেকে মুক্ত থাকে।

তাদের আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত, রীতি-নীতি, সাংস্কৃতি সবকিছুই অকল্যাণকর। তাদের বাহ্যিক কিছু কর্মকাণ্ড মঙ্গলজনক হলেও তাতে লাভজনক কোন কিছু আশা করা অর্থহীন। কেননা, তারা উক্ত কাজের চিরস্থায়ী বিনিময় পাবে না।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴾

'আর তারা যে কাজ করেছে আমি সে দিকে অগ্রসর হব। অতঃপর তাকে বিক্ষিপ্ত ধুলিকণায় পরিণত করে দিব।[২]

🕮 দ্বিতীয় কারণ—

অমুসলিমদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার অর্থ হলো–মূলত আল্লাহ ও তাঁর রসুলের নাফরমানি করা। আর এটা এমন একটি অদৃশ্য বাহন যা

---

[২] সুরা আল- ফুরকান, ২৫: ২৩।

মানুষকে 'সরল পথ' থেকে টেনে গোমরাহীর পথে নিয়ে যায়।

কুরআন সুন্নাহে এ বিষয়ে কঠোর হুঁশিয়ারী ও নিষেধাজ্ঞা এসেছে। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا﴾

আর যে ব্যক্তি তার নিকট হিদায়াত প্রকাশ পাওয়ার পর রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং মুমিনের পথের বিপরীত পথ অনুসরণ করবে, আমি তাকে সেদিকেই ফিরিয়ে দিব, যে পথে সে ফিরে যেতে চায় এবং আমি তাকে প্রবেশ করাব জাহান্নামে। আর তা আবাস হিসাবে খুবই মন্দ।[৩]

🕮 তৃতীয় কারণ—

যে সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং যার সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়; উভয়ের মাঝে একই সাদৃশ্যের কারণে বাহ্যিক সমতা পরিলক্ষিত হয়। ক্রমান্বয়ে তা অন্তরে ভালবাসার জন্ম দেয়। আর ফলে নিয়মিত কাজে-কর্মে তার প্রভাব প্রকাশ পায়।

🕮 চতুর্থ কারণ—

বেশির ভাগ সময়ে সাদৃশ্যের জের ধরে অমুসলিমদের সাথে অন্তরঙ্গতার সৃষ্টি হয়। তাদের চালচলন, কৃষ্টি-কালচার ও সামাজিকতা পছন্দনীয় হয়ে উঠে। এমনকি তাদের মন্দ কথা-কাজগুলো ভালো লাগতে শুরু করে। বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ অন্তরঙ্গতার ফলাফল এটা দাঁড়ায়, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশনা ও সুন্নাহের গুরুত্ব কমে যায়।

যে হিদায়াত ও রাহনুমায়ি নিয়ে রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

---

[৩] সুরা আন- নিসা, ৪: ১১৫।

আগমন করেছিলেন; সালাফে-সালেহিন[৪] তথা পূর্বেকার অনুসরণীয় আলিমগণ নিজেদের জীবন চলার পাথেয় বানিয়ে নিয়েছিলেন–সেসব বিষয়াবলী হীন, তুচ্ছ, অকার্যকর ও অপ্রয়োজনীয় মনে হওয়া শুরু হয়। কেননা মানুষের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট হলো, যখন কোন সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-কালচার, রীতি-নীতি অনুযায়ী চলতে থাকে, তখন বিপরীত সম্প্রদায়ের সবকিছু অপছন্দনীয় হয়ে যায়।

🕮 পঞ্চম কারণ—

যখন দুই সম্প্রদায়ের মাঝে ভালোবাসা, অন্তরঙ্গতা ও ঐকমত্য সৃষ্টি হয়, একজন মুসলমান কোন অমুসলিমের অনুকরণ, অনুসরণ করতে থাকে; তখন নিশ্চিত তার প্রতি ঐ মুসলিমের হৃদয়ে দুর্বলতার সৃষ্টি হয়।

একদিকে ঐ অমুসলিমের ভালোবাসা তার হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। অপরদিকে তার হৃদয় থেকে খোদাভীতি, পরহেজগারী বের হয়ে যায়। শারঈ বিধি-বিধানের প্রতি অনীহা, ঘৃণা ও ভিতশ্রদ্ধবোধ (!) সৃষ্টি হয়। এটা একটি সহজাত বিষয় যা প্রত্যেক চিন্তাশীল ও জ্ঞানী লোক বুঝতে পারবেন। যখন কেউ কারো প্রতি দুর্বলতা ও হীনমন্যতার কারণে তার অনুকরণ শুরু করে অবশ্যই সে ঐ ব্যক্তির মহত্বেরও প্রবক্তা হয়। সাথে সাথে তার ভালোবাসার প্রত্যাশী হয়ে পড়ে। এটা যদি নাও হয়, তবু শুধুমাত্র বাহ্যিক চাল-চলন ও সামাজিকতার ছোট-খাটো অনুকরণ ক্রমান্বয়ে অভ্যন্তরীণ পূর্ণ অনুকরণের দিকে নিয়ে যায়।

উদাহরণসহ বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে—

কোন আগুন্তুক যদি ভিনদেশে তার সমভাষায় ও সমপোশাকের লোক দেখতে পায় অবশ্যই তার জন্য হৃদয়ে ভালোবাসার উদ্রেক হয়। মনে মনে ভাবতে থাকে যদি সে স্বদেশেও ঐ লোকের সাক্ষাত পেত। আর যখন কোন ব্যক্তি এটা বুঝতে পারে, কেউ তার অনুকরণ করছে– তখন অনুসরণকারীর প্রতি তার বিশেষ মনোভাব সৃষ্টি হয়। আর এটা হলো

---

[৪] সালাফ অর্থ- অগ্রগামী, পূর্বসুরী। যারা ইসলামের প্রথম যুগের লোক, রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাদের কল্যাণের ঘোষণা দিয়েছেন; সাহাবি, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈগণ (যারা ইসলামের মূলধারায় প্রতিষ্ঠিত) হলো প্রকৃত সালাফ বা অনুসৃত ব্যক্তি।

স্বাভাবিক অবস্থা।

কিন্তু এই অবস্থা সামনে আসলে কী হবে? যখন কোন মুসলমান কোন কাফের বা অমুসলিমকে আন্তরিকভাবে পছন্দ করে তার অনুকরণ করে ও অনুসরণ করে!?

মোট কথা, একজন মুসলিম যখন কোন অমুসলিমের অনুকরণের চেষ্টা করে তখন তার ভালোলাগা ও ভালোবাসার পাত্র হয় ঐ অমুসলিমের সবকিছু। যার প্রমাণ আমরা পশ্চিমা প্রিয় মুসলমানদের মাঝে দেখতে পাই।

🕮 ষষ্ঠ কারণ—

আমাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে এ জন্য নিষেধ করা হয়েছে, যখন একজন মুসলমান কোন অমুসলিমের সাদৃশ্য আবলম্বন করে তখন এই 'সাদৃশ্য অবলম্বন' তাকে মানসিক ভাবে পরাজিত করে। সে হীনমন্যতার খাদে পড়ে যায় ও অনুশোচনার বানে ভেসে বেড়ায়। চলমান দুনিয়ার প্রেক্ষাপটে অমুসলিমদের অনুকরণে নিমজ্জিত মুসলিমদের অবস্থা আমাদের সামনেই রয়েছে।